শহর ও জেলার খবর

গোষ্ঠী সংঘর্ষে আবারও উত্তপ্ত জয়পুরিয়া কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল জয়পুরিয়া কলেজ। সোমবার সকালে সাড়ে ১১ টা নাগাদ কলেজ ছাত্রদের সংসদের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ দত্ত ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুদীপ সাহার গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতিতে পৌঁছালে দুজন গুরুতর আহত হন।

ঘটনা প্রসঙ্গে সুদীপ সাহা ও তাঁর গোষ্ঠীর অভিযোগ, জয়পুরিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ দত্ত ও তার অনুগামীরা কলেজের ফেস্ট ও ম্যাগাজিন বাবদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছে। এদিন সকালে সুদীপের গোষ্ঠী শুভজিৎ-এর গোষ্ঠীর ছেলেদের কাছে এই অভিযোগ তুলে প্রশ্ন করতে শুরু করে বলে জানা যায়। তা নিয়েই প্রথমে দুই গোষ্ঠীর বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর এই সংঘর্ষের জেরে আহত হয় সুদীপ সাহার অনুগামী বলে পরিচিত অভিজিৎ ব্যানার্জি ও রৌনক দে। তাদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আহতদের কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে শুভজিৎ গোষ্ঠীর দাবি কোনও কারণ ছাড়াই সুদীপের গোষ্ঠী তাদের উপর চড়াও হয়। তাদেরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত। তবে এই ঘটনার পরই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১০ দিন কলেজের ছাত্র সংসদ বন্ধ রাখা হবে।

এদিনের ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ আসে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। শুভজিৎ দত্তর পক্ষ থেকে সুদীপ সাহার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই দুই ছাত্রনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

রোগীদের সুবিধার্থে সব হাসপাতালে বসছে বিশেষ সাইনবোর্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ৩১ জুলাই— ২০১১ সালে পরিবর্তনের পর থেকেই রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই প্রকল্পগুলির উপর আস্থা রেখে গ্রামবাংলা থেকে বহু গরিব ও সাধারণ মানুষ শহরের মেডিকেল কলেজগুলিতে চিকিৎসা করাতে আসে। কিন্তু শহরের মেডেকেল কলেজগুলির চত্বর বৃহৎ হওয়ায় রোগী ও তার পরিজনদের অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় স্থানে যেতে সমস্যা হয়। এবার এই সমস্যা দূর করতেই স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কলেজগুলির ক্যাম্পাসে সাইনবোর্ড বসতে চলেছে। এর আগে হাসপাতাল চত্বরে সাইনবোর্ড থাকলেও কালের নিয়মে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এবার আবার নতুন করে রাজ্যের মেডিকেল কলেজের কম্পাউন্ডে সাইনবোর্ড বসছে। প্রথম ধাপে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে ও দ্বিতীয় ধাপে সমস্ত জেলা ও ব্লক হাসপাতালে এই সাইনবোর্ড বসানো হবে। এবার ম্যাপ সহ দিক নির্দেশ করা থাকবে হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় স্থানের। সূত্রের খবর, এবার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক, রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র সহ নানা পরীক্ষা কেন্দ্র, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ইত্যাদি স্থানের ছবি সহ কোথায় তা জানানো থাকবে। ইতিমধ্যেই এসএসকেএমে এই সাইনবোর্ড বসে গেছে। এবার মেডিকেল কলেজগুলিতে একে একে বসতে চলেছে নতুন এই সাইনবোর্ড।

অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় বারাকপুরে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ৩১ জুলাই— অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় বারাকপুরে আক্রান্ত হলেন খোদ শাসক দলের কাউন্সিলর। রবিবার রাতের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার সকালে বারাকপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন কুমার দে ওরফে তোতা টিটাগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, এলাকায় বেশ কিছু যুবক দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কাজ করে চলেছে। বারাকপুর চিড়িয়ামোড় সংলগ্ন পুলিশ অফিসের নাকের ডগায় একটি মাংসের দোকান ঘিরে তাদের আড্ডা। এলাকার লোকজন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। রাস্তা দিয়ে মহিলারা যেতে পারে না। মহিলাদের দেখলে মদ্যপ ওই যুবকের দল বিভিন্ন কটূক্তি করে। শুধু তাই নয়, এলাকাজুড়ে তোলাবাজি চালাচ্ছে ওই দল। কখনও ব্যাবসাদারদের থেকে তো, কখনও কেউ বাড়ি করতে গেলে মোটা টাকা তোলা চাইছে তারা। তিনি বেশ কয়েকবার এর প্রতিবাদও করেন। কিন্তু কোনও লাভ তো হয়নি উল্টে দুষ্কৃতীরা তাঁকে টার্গেট করে। রবিবার রাতে তিনি হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকা ওই যুবকের দল তাঁর রাস্তা আটকে মাথায় বন্দুক ঠেকায়। দুষ্কৃতীদের হাতে বোমা ও লাঠি ছিল। লাঠি দিয়ে তাঁকে মারা হয়। কোনওরকমে তিনি পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। কাউন্সিলরের অভিযোগ এরপর ওই দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির প্রধান গেট ভেঙ্গে দেয়। গালাগালি দেয়। এমনকি ভিতরে ঢোকারও চেষ্টা করে তারা। পুলিশ পৌঁছে যাওয়ায় অবশ্য পালিয়ে যায় তারা। এদিকে ঘটনার পর থেকে বাড়ি ছাড়া ওই কাউন্সিলর। তিনি বলেন আতঙ্কে তিনি বাড়ি ঢুকতে পারছে না। পরিবারের সদস্যরাও আতঙ্কিত। হামলাকারীদের নামে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। দলকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পাঁশকুড়ার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে মন্ত্রী ড. সৌমেন মহাপাত্র।

বলাগড়ের বিএলআরও'র বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩১ জুলাই– বলাগড়ের বিএলআরও সরকারি চেয়ারে বসে রাজনীতি করছেন। সিপিএম নেতৃত্বের সুরে কথা বলছেন। অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা না করে বিরোধী দলের ও অবৈধ বালি মাফিয়া এবং জমি দালালচক্রের নির্দেশমতো কাজ করছেন। আর অবৈধ বালি তোলার ফলে গঙ্গায় তলিয়ে যেতে বসেছে বলাগড় ব্লকের বহু গ্রাম। এরই প্রতিবাদে সোমবার বলাগড় ব্লকের সাধারণ মানুষ বিএলআরও'র কাছে ক্ষোভ উগরে দেয়। পরে শাসক দলের বলাগড় ব্লক নেতৃত্ব সেখানে গিয়ে বিএলআরওর বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন, এমনকি সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা প্রায় প্রতিদিনই এ বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন বলেও এদিন জানিয়ে দেন। ব্লকের তৃণমূল সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ রায় ব্যানার্জি বারংবার বলছেন গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধভাবে বালি ও মাটি তোলা যাবে না। সাধারণ মানুষকে পাট্টা দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য পরিষেবা দিতে হবে। সেখানে সরকারি চেয়ারে বসে একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে এবং অবৈধ বালি মাফিয়া ও জমি জালিয়াত চক্রের নির্দেশমতো দিনের পর দিন কাজ করে বলাগড়ের মানুষকে উপেক্ষিত করে রেখেছেন বলাগড়ের বিএলআরও। তিনি বলেন, বলাগড়ের সাধারণ মানুষ এসে পাট্টা, জমির মিউটেশান, জমির চরিত্র বদলের মতো কাজে দিনের পর দিন ঘুরে যাচ্ছে। তিনি পরিষেবা দেওয়ার বদলে তাঁদের অপমানসূচক কথা বলে তাড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি চেয়ারে বসে টাকার বিনিময়ে দালালদের হয়ে রামের জমি শ্যামের নামে করে যাচ্ছেন। শ্যামাবাবুর দাবি, বিএলআরও বলাগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকে স্তব্ধ করে সরকারকে বদনাম করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাই যতদিন না পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার আশ্বাস দিতে পারছেন এবং বিএলআরও অফিসে দালালচক্র বন্ধ করছেন, সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভ চলতেই থাকবে। তিনি আরও বলেন, এই অবৈধ বালি তোলার ফলে গঙ্গার ভাঙনে এলাকার মানুষ শুধু গৃহহারা নয়, রুজিরুটিহারাও হবে। তিনি বলেন, গ্রাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার পাশাপাশি গঙ্গার এই ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের সবুজ দ্বীপ ট্যুরিজম প্রকল্প। বলাগড় স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ সবুজ দ্বীপে যাওয়ার সেতু। আর সেই পথের প্রায় সিংহভাগই এখন ভাঙনের জন্য গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে বলাগড় ব্লকের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নবীন গাঙ্গুলিও শ্যামাবাবু এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, অবৈধভাবে গঙ্গা থেকে বালি ও মাটি কেটে নেওয়ার জন্য আগামীদিনে ভৌগোলিক মানচিত্র থেকে চড় কৃষ্ণবাটি, চাঁদরা সহ ব্লকের বহু গ্রাম গঙ্গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদিন তিনিও অভিযোগ করে বলেন, এই অবৈধ বালি কারবারিদের সঙ্গে বলাগড়ের বিএলআরও'র একটা গোপন আঁতাত রয়েছে। যখনই এলাকার মানুষ বা দলের তরফে এ বিষয়ে সোচ্চার হয় তখন তিনি লোক দেখানো দু-একটি বালির লরি ধরে কিছু পেনাল্টি করে নিজের পকেট গুছোনোর পাশাপাশি দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। এদিন এক প্রৌঢ়া বলেন, তিনি একটি ১৩ শতক জায়গা কিনেছিলেন। কিন্তু বিএলআরও অফিসে রেকর্ড করাতে গিয়ে জানতে পারেন এই ১৩ শতক জায়গার মধ্যে ৩ শতক অন্য লোকের নামে হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, বিগত ছ'মাস ধরে তিনি প্রায় প্রতিদিন বিএলআরও অফিসে এলেও দালালদের থেকে টাকা নিয়ে বিএলআরও হিয়ারিংয়ের নামে তাঁকে শুধু ঘোরাচ্ছেন। তিনি এনিয়ে বলায় বিএলআরও তাঁকে অপমান করেন বলেও তিনি জানান। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিএলআরও বলেন, তিনি গঙ্গা থেকে অবৈধ বালি তোলা আটকাতে যথেষ্টই তৎপর। আর যাঁরা তার বদনাম করতে এই সমস্ত কথা রটাচ্ছেন তাঁরা নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ তাঁকে দেখাতে পারেননি।

বিষ্ণুপুরে বিস্ফোরণে উড়ে গেল বাড়ির ছাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩১ জুলাই– সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিষ্ণুপুরের আমগাছিয়া মলঙ্গা সানিপাড়ায় প্রাইমারি স্কুলের কাছে রমেশ সানি নামে এক ব্যক্তির দোতলা বাড়ির অ্যাসবেসটসের ছাদ বিস্ফোরণে উড়ে গেলে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশি সূত্রে জানা গেল, বাড়ির মালিক পলাতক। বিস্ফোরণের কারণ জানতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ওই বাড়িটি ছাড়াও পাশের একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। তদন্ত চলছে। বাড়িটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল সোমবার বিকেলে জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় অস্থির পরিবেশ তৈরি করতে সম্ভবত বাড়িতে বোমা মজুত করা হয়েছিল। কীভাবে কী হল পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রকাশ, বাড়ির মালিক সিপিএম কর্মী। ফিশারি ও প্রোমোটিংয়ের ব্যবসা। দশ ভাইয়ের কয়েকজন ইদানিং তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। রমেশ চিরকালই সিপিএমের দাপুটে নেতা। এখনও তাঁকে অনেকে ভয় পায়। সিপিএমের জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ি বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে ওখানে সক্রিয় সিপিএম কর্মী নেই। ওখানে মিটিং, মিছিল করা যায় না। কেন কি কারণে বিস্ফোরণ পুলিশই তদন্ত করে প্রকাশ্যে আনুক।

খাঁ পরিবারের ঘরে থাকা ভূত তাড়ালেন সাংবাদিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩১ জুলাই– সিসিটিভি ক্যামেরাতে দেখা মিলছিল ভূতের। তার জেরে বিগত সাতমাস ভয়ে ভয়ে কাটানোর পর অবশেষে সাংবাদিকদের অনুরোধে সেই সিসিটিভি ক্যামেরা বদল করতেই পালাল ভূত বাবাজি। এর মাঝে ভূত তাড়াতে গিয়ে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে জলে গিয়েছে দু'হাজার টাকা। জানা গেছে, বিগত ৭ মাস ধরে ভূতের জেরে জেরবার হয়ে উঠেছিলেন মানকুন্ডু স্টেশন সংলগ্ন জেসি খাঁ রোড এলাকার একটি আবাসনের তিনতলার বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক বছর পঞ্চান্নর শুভজিত খাঁ ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদের ঘরের সিসিটিভি ক্যামেরাতে দেখতে পাওয়া এক অদ্ভুত ছায়ার অবাধ বিচরণে বিগত ৭ মাস ধরে ঘরে থাকাই দায় হয়ে উঠেছিল খাঁ-দম্পতির। শুভজিতবাবু জানান, বাড়ির ড্রইংরুমে লাগানো রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। আর এই ৭ মাস ধরে সেই ক্যামেরার মনিটারে চোখ রাখতেই দেখা যেত অদ্ভুত এক ছায়া। সে সময় ঘরে কেউ থাকুক আর না থাকুক ওই সাদা ছায়া ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবাধ বিচরণ করত। ফলে এই সাদা ছায়ার ভূত শিরোপা মিলতে বেশি দেরি লাগেনি। আর ভূতের চিন্তা মাথায় আসতেই এই শিক্ষিত দম্পতি বাড়িতে থাকা ভূত তাড়াতে সটান ছুট লাগান এক তান্ত্রিকের কাছে। তান্ত্রিকমশাই জানিয়ে দেন, ভূত ছাড়াতে তাঁর দক্ষিণা লাগবে ১২,০০০ টাকা। ব্যস্ত তান্ত্রিক তাই সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য ভূত ছাড়ানোর দক্ষিণার বায়না হিসাবে ২০০০ টাকা দিয়েও আসেন তাঁরা। এই খবর পেয়ে এদিন সাংবাদিকরা পৌঁছে যান খাঁ-দম্পতির বাড়িতে। সেখানে তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরার মনিটারে দেখেন একটি সাদা ছায়া ঘরের এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। অবশেষে সাংবাদিকদের অনুরোধে সিসিটিভি ক্যামেরা সারাইয়ের মিস্ত্রিকে খবর দেওয়া হয়। তিনি এসে দেখেন ভূত নয় বরং ত্রুটি রয়েছে ওই ক্যামেরাতেই। এরপর নতুন ক্যামেরা লাগানোর পরই দূর হয় ভূত বাবাজি। পাশাপাশি দূর হয় খাঁ পরিবারের ওই ভূতের ভ্রম। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তখন খাঁ-দম্পতি বলেন, ভাগ্যিস ওই তান্ত্রিককে পুরো টাকাটা দিইনি।

মউ স্বাক্ষর কল্যাণীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি— রিসার্চ কোলাবরেশন এক ধাপ এগিয়ে গেল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। আজ কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রি-জেনেরেটিভ মেডিসিন বিভাগের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল এই বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচ বছর মেয়াদি এই চুক্তিতে উভয় ইনস্টিটিউট যুগ্ম ভাবে পিএইচডি করাবে। রি-জেনেরেটিভ মেডিসিন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা করার জন্য যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে যেমন স্টেমসেল রিসার্চ, কড ব্লাড কালচার ইত্যাদি, সেই সব কাজ করার সুযোগ পাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীরা।

রি-জেনেরেটিভ বিভাগের প্রধান ড. নিরঞ্জন ভট্টাচার্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে কড ব্লাডের উপযোগিতা নিয়ে কথা বলেন। নিউইয়র্ক রেডিওতে সম্প্রচারিত কড ব্লাড নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ আজ তিনি উপস্থিত সকলকে শোনান। উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্কর কুমার ঘোষ বলেন, 'কল্যাণীতে অনেকগুলি হাসপাতাল আছে, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হয়েছে, আগামী দিনে এইমস আসছে। ওই সব সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের গবেষণায় লিড দেবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।' উপাচার্য আরও বলেন, 'আমরা মলিকিউলার মেডিসিন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। এর সুযোগ-সুবিধাও আমরা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছি।' দুই ইনস্টিটিউটের একাধিক মেম্বারকে সঙ্গে নিয়ে আজ উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দেবাংশু রায় সহ অনেকে।

ডাক্তার প্রমোদরঞ্জন দাশের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩১ জুলাই— চলে গেলেন সকলের পরিচিত গরিবের ভগবান দাশ ডাক্তার। পোশাকি নাম ডা. প্রমোদরঞ্জন দাশ। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ তাঁর জীবনাবসান হয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্মরণীয় যুগেরও অবসান ঘটল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার জন্যই অসম থেকে চলে আসেন কলকাতায়। আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করার পর হুগলি চুঁচুড়ার কৈলাসনগর অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। এরপর ব্যান্ডেল স্টেশন রোডে 'দাশ ক্লিনিক' চিকিৎসা কেন্দ্রে শুরু করেন সমস্ত স্তরের মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা। কারণ এমনিতেই আজ যেখানে চিকিৎসকরা তাদের পেশাকে সেবা দেওয়ার বদলে ব্যবসায় পরিণত করে ফেলেছেন, সেখানে আমৃত্যু তিনি ন্যূনতম ফি-তেই সেবা করে গেছেন। এমনকী আশপাশের এলাকা ছাড়িয়ে দূরদূরান্ত থেকে তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে আসা বহু সহায়সম্বলহীন মানুষের কাছ থেকে পারিশ্রমিকও নিতেন না তিনি। আর এই কারণেই দাশ ডাক্তার থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন গরিবের ভগবান। শুধু চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের জীবনজীবিকা থেকে গণআন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বরাবর তিনি তাঁর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ডা. দাশ ১৯৭১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে কমরেড বিজয় মোদক প্রতিষ্ঠিত হুগলি পিআরসি-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। পিআরসি-র সভাপতি ও সম্পাদকের পদও তিনি অলংকৃত করেছেন। খরা, বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এবং অর্থ সংগ্রহের কাজে পদযাত্রা করে আমৃত্যু এই পিআরসি ভবনে সকলের জন্য সেবা করে গেছেন। তাঁর মহানুভবতা চিরস্মরণীয় থাকবে সকলের কাছে। চিকিৎসক হিসাবে এবং নানা কাজে সদাব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ডা. দাশের সাহিত্যের প্রতি আলাদা একটা আকর্ষণ ছিল। তিনি মধ্যরাত অবধি জেগে নানা বিষয়ে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'জীবন তো একটাই'। এরপর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'মধ্যযামে' এবং 'বন্দরের কাল'। তিনি 'সমকাল বিবৃতি' সাহিত্য পত্রিকার সভাপতি ছিলেন। একই সঙ্গে ছিলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ব্যান্ডেল চুঁচুড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। হুগলি জেলা সাক্ষরতা আন্দোলনেও তাঁর কার্যকর ভূমিকা ছিল। হুগলির স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সহ-সভাপতি ছিলেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আজীবন সদস্য এবং ব্যান্ডেল মগরা বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। এদিন সকালে চুঁচুড়ার পিস হাভেন থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে কৈলাসনগরের বাড়ি হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পিআরসি-তে। তারপর সেখান থেকে হুগলির স্টুডেন্টস হেলথ হোম ও 'সমকাল বিবৃতি' সাহিত্য পত্রিকার কার্যালয়ে। 'সমকাল বিবৃতি' সাহিত্য পত্রিকার কার্যালয়ে ডা. দাশকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে ও প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু। এরপর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্যামবাবুর ঘাটে। সেখানে তাকে রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী তপন দাশগুপ্তর পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান মিলন শীল। আরামবাগ থেকে ফিরে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ডা. দাশের পুত্রদের সমবেদনা জানান রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত।

হাজার টাকা ভাড়া বকেয়া থাকায় পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি— আর মাত্র হাজার টাকা ঘরভাড়া বাবদ বাকি রয়ে গিয়েছিল ভাড়াটিয়ার। তবে তিনি বুধবারের মধ্যেই তা মিটিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন বাড়ির মালিককে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর তর সইল না বাড়ির মালিকের ছেলের। সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে বেধড়ক মারের চোটে মেরেই ফেলল ভাড়াটিয়াকে। সোমবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানার ভোটবাগানের ১২ নম্বর জয় বিবি রোডে। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ভাড়াটিয়ার নাম দীপক চৌধুরি। তিনি জয় বিবি রোডে অভিযুক্ত রহিত সিংয়ের পরিবারের সঙ্গে তাদের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

অভিযোগ উঠেছে, মাঝেমধ্যেই বকেয়া ভাড়ার অর্থকে কেন্দ্র করে বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন দীপকবাবু। ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে হয়। এই মাসের বাড়ি ভাড়ার হাজার টাকা দেওয়া বাকি ছিল দীপকবাবুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বাড়িওয়ালা প্রথমে তাঁর মেয়েকে দীপকবাবুর ঘরে টাকা চাইতে পাঠিয়েছিলেন। সেইমতো ভাড়া চাইতে আসলে দীপকবাবু তাঁকে জানিয়ে দেন, তাঁর কাছে দেওয়ার মতো টাকা নেই। কারণ হিসেবে তিনি জানান, সবেমাত্র নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন, তাই বুধবারের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবেন। একথা জানার পর ক্ষিপ্ত হয়ে যান বাড়িওয়ালা। এরপর রাতে তাঁদের ছেলে রহিত বাড়ি ফিরলে তাকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। বাড়িভাড়ার বকেয়া টাকা ওই ভাড়াটিয়া পরে মেটাবেন শুনে রেগে আগুন হয়ে যায় রহিত। এরপর রহিত তার চার-পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে দীপকবাবুর বাড়িতে চড়াও হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীপকবাবুকে তাঁর ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে রাস্তায় নিয়ে আসে রহিতরা। তারপর রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারতে শুরু করে তারা। কিল, চড়, লাথি, ঘুসি চালানোর পর বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে সজোরে তাঁর মাথা ঠুকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

মাথায় চোট পাওয়ার ফলে গুরুতর আহত হন দীপকবাবু। স্থানীয় বাসিন্দারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাঁকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর রাত ৩টে নাগাদ হাসপাতালেই মৃত্যু হয় দীপকবাবুর। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রহিতের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে রহিতের মাকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ রহিতের দুই বন্ধু রোশন ও আকাশকে গ্রেফতার করে। রহিতের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। খবর পেয়ে সোমবার সকালে ভোটবাগানে আসেন স্থানীয় ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাবিত্রী সাউ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, মাত্র হাজার টাকার জন্য কাউকে পিটিয়ে মেরে ফেলা! হতে পারে এটা ভাবা যায় না। তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানান। এদিন দীপকবাবুদের এক প্রতিবেশী বলেন, 'ওই দুই পরিবারের মধ্যে ভাড়া বকেয়া নিয়ে প্রায় গণ্ডগোল হত। ঘটনার রাতে দীপকের চেঁচামেচি আওয়াজ পাওয়ার পর সেখানে গিয়ে দেখি, রহিতরা দীপককে বেধড়ক পেটাচ্ছে। এছাড়াও তারা হুমকি দিচ্ছিল, যে দীপককে বাঁচাতে আসবে তাকেও মেরে ফেলা হবে। তাই ভয়ে কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পায়নি।

শিশু চিকিৎসায় ডকসঅ্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাতবেরাতে শিশুর যে কোনও অসুবিধায় যেন তাদের মায়েদের ঘুম ছুটে না যায় সে জন্য কলকাতায় চালু হল বিখ্যাত শিশুবিশেষজ্ঞদের নিঃশুল্ক পরামর্শের জন্য ডকসঅ্যাপ। ডকসঅ্যাপের মাধ্যমে শিশুর যেকোনও রকম অসুবিধার কথা লিখে জানালেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিরাময়ের নিদান পেয়ে যাবেন। এমনকি কোনও জটিল অবস্থায় যখন শিশু তার কান্না কিছুতেই থামাচ্ছে না সে অবস্থাতেও হাসপাতালে ছুটতে হবে না মায়েদের। বিশেষজ্ঞদের কাছে তার উপসর্গগুলি লিখে পাঠালেই তার জন্য ওষুধ লিখে দেবেন ডাক্তাররা। বিভিন্ন প্রখ্যাত হাসপাতালে রাত্রে ডিউটিতে থাকা শিশুবিশেষজ্ঞরাই এই অ্যাপের মাধ্যমে শিশুদের সম্পূর্ণ বিনামূলে এই পরিষেবা দেবেন বলে জানিয়েছেন ডকসঅ্যাপের পক্ষে সতীশ কানন।

সাধুদের সূত্র ধরেই পুলিশের জালে সনাতন

সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায়

পুরুলিয়া, ৩১ জুলাই— তান্ত্রিক ও সাধুদের সূত্র ধরেই লক্ষ্যভেদ করল পুলিশ। অভিযোগ হওয়ার পাক্কা ১৫ দিন পর শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হল সনাতন ঠাকুর। উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলার একটি ছোট জনপদ পিপড়ি থেকে ভেক ধরা সনাতনকে ধরে পুলিশ। তাকে গ্রেফতার করার জন্য রীতিমতো ছদ্মবেশ ধরতে হয় পুরুলিয়া জেলা পুলিশকেও। উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলার বিহার, ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগোয়া পিপড়ি এলাকাটির দিকে গত এক সপ্তাহে ধরে নজর ছিল পুলিশের। এই এলাকা থেকেই তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তবে খুব কষ্ট করেই এখানে আসতে হয় পুলিশকে। একদা হোমগার্ডকর্মী সনাতন নিতান্ত ধুরন্ধর মানুষ। শিশুহত্যায় অভিযোগ হওয়ার পর টানা দ